The Bangladesh Observer

তারিখ 25 MAR 2
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা।

আসন্ন ২০০৮ সনের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

নকলের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী/শ্লোগান

১. পরীক্ষায় নকল শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। জাতিকে বিপর্যস্ত করে।
২. পরীক্ষায় নকল করা বা নকলে সহায়তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকুন।
৩. নকল প্রতিরোধ করুন।
৪. নকল করে ডিগ্রী নিয়ে নিজেকে প্রতারিত করবেন না, হতাশ হবেন না।
৫. নকল করে পাওয়া ডিগ্রী কর্মজীবনে কোন কাজে আসে না।

ক্ষার্থীদের প্রতি ঃ

১. নকল করে বহিষ্কৃত হলে শিক্ষা জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয় এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শিক্ষা জীবন ধ্বংস হওয়ার ফলে কর্মজীবন হতাশা ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।
২. পরীক্ষায় নকলকারী সমাজে ঘৃন্য ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।
৩. নকল করে পরীক্ষা পাশের দূর্বলতা আজীবন বয়ে বেড়াতে হয় এবং এজন্য কর্মজীবনে পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিব্রত হতে হয়।
৪. ভূয়া পরিচয় দিয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করলে ছাত্র-ছাত্রী কারাদন্ড অথবা অর্থদন্ড কিংবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিতে হতে পারে। এর ফলে পরবর্তীকালে চাকুরী বা ব্যবসার প্রতিটি স্থানে কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এর গ্লানি সারা জীবন তাড়া করবে।

কদের প্রতি ঃ

১. পরীক্ষ হিসেবে নকলে সহায়তা প্রদান করলে-
   (ক) বহিষ্কৃত হতে পারেন।
   (খ) বেতন ভাতাদি বন্ধ হতে পারে।
   (গ) চাকুরীচ্যুত হতে পারেন।
২. এর ফলে নিজের ও পরিবারের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়াসহ আর্থিক অনটন সৃষ্টি হতে পারে। ফলে কর্মজীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।
৩. শিক্ষক হিসেবে নকলে সহায়তা করে অভিযুক্ত হওয়া সমগ্র শিক্ষক সমাজের জন্য কলংক স্বরূপ। নিজের ভূলের দায় যাতে শিক্ষক সমাজের উপর না বর্তায় সে বিষয়ে সচেতন থাকুন।

লের সহায়তা প্রদানকারীদের প্রতি ঃ

১. পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করলে বা নকলে সহায়তা প্রদান করলে কারাদন্ড অথবা অর্থদন্ড কিংবা উভয়বিধ দন্ড হতে পারে।
২. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্বলিত কোন কাগজপত্র অথবা পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বলে মিথ্যা ধারণাদায়ক কোন কাগজ যে কোন উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করা হলে কারাদন্ড অথবা অর্থদন্ড কিংবা উভয়বিধ দন্ড হতে পারে।

প্রফেসর ড. নিতাই চন্দ্র সূত্রধর